দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

৮ সম্পাদকীয়

পুড়িয়া যাওয়া স্কুল দ্রুত গড়িয়া তোলা হউক

জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরিয়া নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে সারাদেশে যে সহিংসতার ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে তাহার হাত হইতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি রক্ষা পায় নাই। ভোটকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত বিদ্যালয়গুলিকেই পোড়ানো হইয়াছে, যাহাতে ভোটাররা কেন্দ্রে আসিতে না পারে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এই নাশকতায় স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়া মোট ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদ্রাসা ও ৯টি কলেজ। দুর্বৃত্তরা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করিয়া, কেরোসিন ঢালিয়া বিদ্যালয়গুলিতে আগুন দিয়াছে, ভাঙচুর করিয়াছে, লুটপাট করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বই-পুস্তক, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, চক-ডাস্টার, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিষ্ঠানের দলিল-দস্তাবেজ, কম্পিউটার এমনকি পুরা বিদ্যালয় কাঠামোকে তাহারা মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়াছে।

সরকার এইসকল বিদ্যালয় মেরামতের জন্য উদ্যোগ লইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এইসকল বিদ্যালয়কে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। স্কুল মেরামতের কাজ চলাকালে পাঠদান কার্যক্রম যাহাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেই কারণে বিকল্প ব্যবস্থায় পাঠদান কার্যক্রম চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি খুবই নাজুক এবং স্বাভাবিক অথবা বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম চালাইয়া লইবার কোনো ব্যবস্থাই আর অবশিষ্ট নাই। কোনো কোনো স্কুল পুরাটাই ভস্মীভূত হইয়াছে—প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খোলা মাঠে ক্লাস নিতে হইতেছে। অন্যদিকে মেরামতের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হইবার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশাপ্রদ নহে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রংপুর জেলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নীলফামারীতে ১১টি, ঠাকুরগাঁও জেলায় ২১টি, গাইবান্ধা জেলায় ৮২টি এবং দিনাজপুর জেলায় ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রংপুর জেলার মধ্যে পীরগাছা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে আগুন দিয়াছে দুর্বৃত্তরা। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার দুই সপ্তাহ পরও এইগুলি মেরামত বা পুনঃনির্মাণের কোনো উদ্যোগ লওয়া হয় নাই, সরবরাহ করা হয় নাই কোনো আসবাবপত্র কিংবা শিক্ষা উপকরণও। মেরামতের অর্থ কবে নাগাদ বরাদ্দ পাওয়া যাইবে তাহাও নিশ্চিত করিয়া কেহই বলিতে পারিতেছেন না। আবার বরাদ্দ পাওয়া গেলেও টেন্ডার আহ্বান করিয়া ভবন সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করিতে কমপক্ষে ৩ মাস সময় লাগিতে পারে। এই পর্যায়ে কেবল চিঠি চালাচালিই হইতেছে।

আমরা মনে করি, যেহেতু সকল স্কুলের ক্ষতির পরিমাণ সমান নহে, তাই তালিকা করিবার পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামতের কাজটি সম্পন্ন করিতে হইবে। ৫৩১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে চরম ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং কম ক্ষতিগ্রস্ত—এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা নহে, জরুরি ভিত্তিতে ও বিশেষ ব্যবস্থায় প্রথমে চরম ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের মেরামতিতে হাত দিতে হইবে। বিশেষ কোনো তহবিল হইতে এবং বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে এই কাজটি করা যাইতে পারে। বৎসরের শুরুতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বাঁচোয়া, শিক্ষাকার্যক্রমে ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহা নিরতিশয় খারাপ দৃষ্টান্ত হইয়াছে। কোমলমতি শিশুদের প্রিয় প্রাঙ্গণ হইলো তাহাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়। কিন্তু সেই বিদ্যালয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়ার দৃশ্য শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলিবে। বড়দের উপর, রাজনীতিবিদদের উপরে তাহাদের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইবে ভস্মীভূত স্কুলের এই ইমেজের কারণে। তাহার মানসপটে রচিত হওয়া এই ইমেজ যত দ্রুত মুছিয়া ফেলা যায় ততই মঙ্গল। দ্রুত মেরামত করিয়া নূতন এক বিদ্যালয় গড়িয়া তোলার মাধ্যমেই কেবল তাহা সম্ভব হইতে পারে।